



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 48 - 54

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘প্রভু আমার, প্রিয় আমার’ : শ্রীমদ্ভগবদগীতায় প্রকৃত বন্ধুত্ব ও আত্মিক যোগের অপরিহার্যতা : একটি পর্যালোচনা

ড. রুবেল পাল

সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যামহাপীঠ

কামারপুকুর, হুগলী

Email ID : rubelpalsans513@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024

Selection Date 01. 02. 2025

Keyword

Bhagvadgeeta,
Krishna,
Arjuna,
Companionship,
Self, Awakening,
Renunciation,
Salvation.

Abstract

Shrimad Bhagavad Gita presents a comprehensive thesis on companionship in its exploration of multiple shades of bond between Lord Krishna and Arjuna. In the vast battlefield of Kurukshetra, Arjuna appeared to be baffled as he faced his kins as enemies. As he is occupied with a dilemma concerning his participation of war, which would result in massacre and sacrifice of his kins, Lord Krishna came forward as his mentor and facilitator. He explains the transience of life and eternity of soul. He further explained the source and components of wisdom, selfless action, devotion, knowledge and various dimensions and ways of life and their philosophical implications. This, as Gita evidences, is the role of companion, to stand with friends in times of extreme crisis, in dilemma and to accomplish the assigned task together as a team without much ado.

Who is a friend? A friend is the companion with whom the individual shares an inseparable bond, a symbiotic attachment, who never leaves one unguarded.

As the dialogue progresses, Lord Krishna unfolds before Arjuna, the secrets of life. He elucidates before him the strategies of survival. His sermons serve as the elixir to result in the resurgence of self-esteem in Arjuna. The correspondence in Gita, therefore serves as a metaphor of self-introspection of Arjuna. Krishna, the friend, the minion turned mentor functions as a motif as well as character. As Lord Krishna asked Arjuna to look within and find out who he is, we have an echo of the Upanishad, 'Look within! You are the manifestation of the Supreme Being'.

The purpose of this paper is to explore the definition and dimensions of friendship and the need for a mentor to survive in life and to pursue the desired goal, as explained and theorised in Srimad Bhagvat Geeta.

Discussion

গীতার মূল বিষয় হল অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কিছু উপদেশ। অর্জুন কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অত্যন্ত তৎপর ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে সৈন্যদল প্রস্তুত করে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছিল। এখানে আমরা দেখতে পাই হঠাৎ অর্জুনের মনে অত্যন্ত ভীতি, সংশয় ও চঞ্চলতার উদয় হয়। অর্জুন এতটাই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে যে, যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে সুসজ্জিত শত্রুপক্ষকে দেখা সত্ত্বেও সে কাঁপতে শুরু করে। তার সমগ্র শরীর ঘামতে শুরু করে এবং মুখ শুকনো হয়ে যায়। এইরকম এক পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জুন সমস্ত কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে রথের উপর বসে পড়ে এবং যুদ্ধ না করার ঘোষণা করে। অর্জুনের বুদ্ধি এতটাই বিভ্রান্ত হয় যে, সে যুদ্ধ করার পরিবর্তে নিজের প্রাণ বিসর্জন করতেও প্রস্তুত হয়ে পড়ে। অর্জুন সম্পূর্ণভাবে ভুলে যায় যে, এটা কেবল রাজ্য লাভ বা সুখ ভোগের জন্য কোন সাধারণ যুদ্ধ নয়, এটা আসলে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুদ্ধ। এর ফলে অর্জুনের সারথী, তার প্রিয় বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ নিজেও একটু হতচকিত হয়ে পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ তখন তার তেজোদীপ্ত, স্বপ্রতিভ জ্ঞানের দ্বারা অর্জুনকে বিভিন্ন বাক্যের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সে একজন ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, ক্ষত্রিয় বীর। তার পক্ষে এই ধরনের কাপুরুষোচিত নপুংসকের মত আচরণ কোন যুক্তিতেই শোভা পায় না। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে এই দেহের অনিত্যতা, আত্মার নিত্যতা, চার বর্ণের কর্তব্য কর্ম, প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ, কর্মপদ্ধতি, নিকাম কর্ম, যোগ, যাগ-যজ্ঞ, আহার, বিহার, শ্রদ্ধা, ভক্তি, তপস্যা, নিষ্ঠা, ইত্যাদি নানান সদগুণের উপদেশের মধ্য দিয়ে একজন প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় পাশে থেকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। পরিশেষে প্রকৃত বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সদুপদেশে কিভাবে অর্জুনের সমস্ত মোহ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব নষ্ট হয় এবং তার বুদ্ধি প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুনরায় সে স্মৃতি ফিরে পায়, বর্তমানে এই প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এই আলোচনার মধ্য দিয়ে সমগ্র গীতার প্রেক্ষাপটে আমরা উপলব্ধি করব মানবজীবনে একজন প্রকৃত বন্ধুর প্রকৃতপক্ষে কি প্রয়োজনীয়তা।

একজন সখাই জীবনে প্রকৃত সুখ বা আনন্দ দিতে পারে। কিন্তু কে সেই সখা বা বন্ধু? যে মন এবং বুদ্ধিকে একত্রিত করে সর্বদা ছুঁয়ে থাকে সেই ব্যক্তি আসলে প্রকৃত সখা। জীবন যখন বিভিন্ন সমস্যার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তখনই প্রকৃত সখার গুরুত্ব অনুভূত হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন অধিক মাত্রায় উপলব্ধ হয়। যেমন অর্জুনের সখা শ্রীকৃষ্ণ, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্লিপ্ত যতক্ষণ অর্জুন একেবারে জীবন - সমস্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে না পড়ছে। অর্জুনের এমনই খারাপ অবস্থা যে তিনি কোনোভাবেই তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। অর্জুন বলে ওঠে -

“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ভৃম্।

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥”^১

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! এই মন ভীষণ চঞ্চল। বায়ুকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য তেমন এই মনকেও নিয়ন্ত্রণে রাখা অতি দুঃসাধ্য। বস্তুতপক্ষে মন হল পদ্ম পাতায় (কচু পাতায়) জলের মতো, সদা টলমল করছে। যখন খুশি নিচে পড়ে যেতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় মন একটা সর্ষের পুটলি, যদি একবার বাঁধন খুলে যায় তবে সেই সর্ষেগুলো এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যে তাকে আবার একত্রিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এখানে অর্জুনের মতো মহান বীর ও জ্ঞানী ব্যক্তির মন যুদ্ধক্ষেত্রে এমনভাবে টলমল করতে শুরু করেছে যে, সে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের প্রাণ বিসর্জন করতে (শত্রুর হাতে মরতে) প্রস্তুত, তবুও একটি তীর নিক্ষেপ করতে চাইলো না তার শত্রুপক্ষের দিকে। প্রচণ্ড বিলাপ করতে করতে ঘর্মান্ত শরীরে কম্পিত বদনে অর্জুন বলে ওঠে, -

“যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।

ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেত্॥”^২

অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্রের ছেলের হামারা হাতে কোন অস্ত্র না দেখে আমাকে এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে মেরেও ফেলে সেটাও আমার ক্ষেত্রে মঙ্গল, তবুও আমি কিছুতেই যুদ্ধ করব না। এই বলে সে ধনুর্বন সমস্ত ত্যাগ করে রথের উপর বসে পড়ল।



“এবমুক্তার্জুনঃ সজ্জ্যে রথোপস্থ উপাশিত।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥”^৩

অর্থাৎ, রণক্ষেত্রে এই কথা বলে অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করে শোকভারাক্রান্ত চিত্তে রথের উপরে উপবেশন করিলেন। ভাবা যায় কিছুক্ষণ আগেও পর্যন্ত সমগ্র মহাভারত জুড়ে যে অর্জুন হতরাজ্য উদ্ধার, দ্রৌপদীর সরম রক্ষা এবং প্রজাদের পালন ইত্যাদি নানান কারণে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের মারতে উদ্যোগী হয়ে যুদ্ধের জন্য এত লক্ষ্যবাক্ষ করল, সম্মুখ সমরে দাঁড়িয়ে তার মন কতটা চঞ্চল হয়েছে যে, সে একথা অত্যন্ত ক্ষত্রিয় বীর যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও কাপুরুষের মতো বলতে একটুও লজ্জাবোধ করছে না।

অর্জুন নিজের মুখেই নিজের অসহায় পরিস্থিতির কথা বলতে থাকেন, -

“সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখং চ পরিশুশ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥”^৪

অর্জুন বলছেন, সম্মুখ সমরে তার ভাই, গুরুজন, শালা, সমন্বী ইত্যাদি সকল আত্মীয় পরিজনদের দেখে তার সমগ্র শরীর ঘর্মাক্ত হচ্ছে, মুখ শুকিয়ে আসছে, তার রোমহর্ষ হচ্ছে অর্থাৎ শরীরে কাঁটা দিচ্ছে এবং সমগ্র শরীরে কাঁপুনি হচ্ছে। তিনি আরো বলেন তার হাত থেকে শারীরিক দুর্বলতার কারণে তার ধনুর্বাণ গাভীব পড়ে যাচ্ছে, তার চামড়ায় প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া হচ্ছে, তার মন এতটাই ভ্রমিত অর্থাৎ বিষাদগ্রস্ত হচ্ছে যে যে, সে কিছুতেই এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারছে না -

“গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাভুক্ষু চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্লোম্যবস্থাভুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥”^৫

অর্থাৎ হে কেশব, আমি এখন স্থির থাকতে পারছি না। আমি বিভ্রান্তি বোধ করছি, আমার চিত্ত উৎক্রান্ত হচ্ছে। হে কেশীদৈত্যহস্তা শ্রীকৃষ্ণ, আমি কেবলই অমঙ্গল সূচক লক্ষণ দর্শন করছি।

এরকম এক পরিস্থিতিতে অর্জুন আত্মীয় স্বজনদের নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখছে না। সে যুদ্ধে জয়লাভ করতে চায়না, রাজ্যসুখ ভোগের কামনাও করছে না। বরং যুদ্ধ করার ফল সে বিপরীতই অনুভব করছে।

“নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োপশ্যামি হত্না স্বজনমাহবে॥”^৬

অর্জুন কাপুরুষের মতো আরও বললেন -

“ন কাঙ্ক্ষ্যে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥^৭
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥”^৮

অর্থাৎ আমাদের রাজ্য কি প্রয়োজন, আর সুখভোগ বা জীবন ধারণই বা কী প্রয়োজন, যখন দেখছি যাদের জন্য রাজ্য ও ভোগ সুখের কামনা, তারা সকলেই এই রণক্ষেত্রে উপস্থিত। অর্জুনের বক্তব্যে তাৎপর্য হল এইযে, তিনি যুদ্ধে রাজ্য জয় করবেন যাদের জন্য তারাই যদি যুদ্ধক্ষেত্রে মরে যান তাহলে তিনি রাজ্য দিয়ে কি করবেন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই অর্জুন মনকে সংযত করা ‘কঠিন’ - বলে কৃষ্ণের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি প্রদর্শন করছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র গীতা জুড়ে এটাই দেখবার বিষয় যে, এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে প্রকৃত সখারূপে অর্জুনকে অর্থাৎ অর্জুনের মনকে প্রকৃত পরামর্শ দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত করে তুলছে। এখানে কি অর্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ



উভয়ই পরস্পরের মনে স্থান পায়নি? নিশ্চয়ই পেয়েছে, বরং শ্রীকৃষ্ণের মন অর্জুনের মনের এই অবস্থা দেখে আরো বেশি বিচলিত হয়েছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ যথেষ্ট আশ্চর্য হয়ে বলেই ফেললেন -

“কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্ঠমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥”^{১৯}

অর্থাৎ এরকম একটা ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে, এইরকম সংকটময় পরিস্থিতিতে অর্জুনের এরকম অনার্যের মতো মনের অবস্থা কিভাবে তৈরি হল। শুধু তাই নয়, প্রকৃত সখা হয়ে কৃষ্ণ এটাও ভাবলেন যে এতে তো অর্জুনের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক মান যশ এবং সর্বপ্রাপ্তি ইত্যাদি সমস্ত ব্যাহত হবে। সমাজে তার বন্ধু অর্জুনের কুকীর্তি ও অপবাদ ছড়িয়ে পড়বে। অর্জুন তার নিজের ক্ষাত্রধর্ম বিসর্জন করে পাপের ভাগীদার হবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেন -

“অথ চেতুমিমাং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাস্ত্যসি ॥”^{২০}

অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে এসে অর্জুন যদি কর্তব্য কাজ না করে তাহলে সে কুকীর্তি এবং পাপের ভাগী হবে। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন অর্জুন একজন ক্ষত্রিয় বীর। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে এসে স্বধর্মের দৃষ্টিতে অর্জুনের যুদ্ধ করাটাই একমাত্র শ্রেয় কাজ। তাই শ্রীকৃষ্ণ বললেন -

“স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাঙ্কি যুদ্ধাচ্ছেয়োহন্যৎক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥”^{২১}

অর্থাৎ, হে অর্জুন, ক্ষত্রিয় রূপে তোমার স্বধর্ম বিবেচনা করেও তোমার দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করা থেকে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঙ্গলকর আর কিছুই নাই।

শ্রীকৃষ্ণের এতসব উপদেশ শোনার পরও অর্জুন সংশয় মুক্ত হতে পারেননি। অর্জুনের মনে কোনটা তার কর্তব্য কর্ম, এই বিষয়ে নানা প্রকার সংশয় তখনও বাসা বাঁধতে থাকে। অর্জুন তার স্বধর্ম পালন বিষয়েও তখনও সন্ধিহান হয়। অথচ শ্রীকৃষ্ণ তাকে বন্ধুভাবে দ্বিতীয় অধ্যায়ের সাংখ্য যোগে বলেছেন যে, স্বধর্ম কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ স্বধর্ম ত্যাগ করলে তার মান-সম্মান নষ্ট হবে ও কাপুরুষতার পরিচয় সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। শ্রীকৃষ্ণ তৃতীয় অধ্যায় আবার সেই স্বধর্মের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, কোন ক্ষত্রিয় ব্যক্তির পক্ষে স্বধর্মে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হওয়া ভালো। কিন্তু কখনোই স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম পালন করা উচিত নয়।

“শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্মৃষ্টিতাত্।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥” ৩/৩৫

অর্জুন তখনও শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন যে মানুষ তার নিজের ভুল বুঝতে পারে। তবুও কার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বলপূর্বক সেই ভুল কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়। অর্জুনের প্রশ্ন ছিল এইরকম -

“অর্জুন উবাচ - অথ কেন প্রযুক্তোয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বাষেরয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥” (৩/৩৬)

অর্থাৎ অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন - হে শ্রীকৃষ্ণ, মানুষ কার দ্বারা চালিত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন বলপূর্বক নিয়োজিত হয়েই পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়?

অর্জুনের এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর ভাবে দুটি সমাধান অর্জুনের সামনে রাখেন। একটি হলো কাম, আরেকটি হলো ক্রোধ। বস্তুতপক্ষে এই কামনার আশুণ এতটাই এতটাই জ্বলনশীল, যাকে নেভানো অত্যন্ত দুঃসাধ্য। ফলে এই কামনার ক্ষুধা কখনোই মানুষের পূরণ হয় না। আর এই কামনা উৎপন্ন হয় প্রকৃতির যে তিনটি গুণ সত্ত্ব, রজঃ, ও



তমঃ, এই রজঃ গুণের প্রভাবে। পরবর্তীতে শ্রীকৃষ্ণ গীতার সপ্তদশ, ত্রয়োদশ ইত্যাদি বিভিন্ন অধ্যায়ে এই ত্রিগুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং অর্জুনকে খুব সুন্দরভাবে উপদেশ দিয়েছেন। এখানে কি ধরনের খাদ্যাভ্যাসের ফলে এই ত্রিগুণ বৃদ্ধি পায় মানুষের মধ্যে, তারও বিস্তারিত আলোচনা আছে। বস্তুতপক্ষে এই রজোগুণান্বিত কামনার প্রভাবে মানুষের মধ্যে যখন প্রচণ্ড ক্রোধের উৎপন্ন হয়, তখন সে তার স্মৃতিকে হারিয়ে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় এই ধরনের ধ্বংসাত্মক পাপাচারে লিপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শঙ্খ যোগে এই কাম ও ক্রোধের উৎপত্তির ক্রমিক কারণ সমূহ ও তার ভয়ানক ফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে বলেছেন -

“ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেষুপজায়তে।
সঙ্গাত্ সংজায়তে কামঃ কামাৎক্রোধোভিজায়তে॥ ২/৬২
ক্রোধান্ধবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎপ্রণশ্যতি॥” ২/৬৩

অর্জুনের প্রকৃত সখা এইভাবে তার মানসিক পরিস্থিতির বিষয়টা মর্মে মর্মে অনুভব করে এবং সে নিজে প্রশান্তচিত্তে অর্জুনকে নানান উপদেশ দিয়ে অর্জুনের বিচলিত মনকে শান্ত করার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ তার খুরদার বুদ্ধি দিয়ে অর্জুনের মনের সাথে সমভাবাপন্ন হয়ে কিছুটা অর্জুনের কথা কি মান্যতা তাকে ধীরে ধীরে শান্ত করতে থাকে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হে অর্জুন! তুমি যে কথা বলছো সে কথা সত্যি ঠিক। মনের স্বভাবই চঞ্চল। তাই মনকে নিজের বশে আনা যে কঠিন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবুও তোমাকে বারংবার অভ্যাস এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষয়কে ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিজের মনকে শান্ত করতে হবে।

“অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥”^{২২}

অর্থাৎ হে অর্জুন, মনকে নিজের বশে আনা যে কঠিন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই তোমাকে অভ্যাস এবং বৈরাগীর দ্বারা নিজের মনকে সংযত করতে হবে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিয়োগে এই অভ্যাস ও বৈরাগ্য বা ত্যাগের বিষয়টি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি বলেছেন -

“অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাশুং ধনঞ্জয়॥”^{২৩}

অর্থাৎ, হে ধনঞ্জয়, যদি তুমি আমাতে চিত্ত সমাহিত করতে না পার, তাহলে অভ্যাস যোগ দ্বারা আমাকে লাভ করার চেষ্টা কর। এখানে তাৎপর্য হল এই যে, আমি তোমাকে যেভাবে এই যুদ্ধক্ষেত্রে ক্ষত্রধর্ম পালনের জন্য উপদেশ দিচ্ছি, সেই বিষয়ে যদি তুমি তোমার মনকে সত্যিই একাগ্রচিত্ত করতে না পারো, তাহলে অবশ্যই নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা আমার কথা পালন করার যথাসম্ভব চেষ্টা করো। এরপর ভগবান বলেন -

“অভ্যাসেপ্যসমর্থোসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্যসি॥”^{২৪}

অর্থাৎ, যদি তুমি এই ভাবে অভ্যাস করতে অসমর্থ হও, তাহলে আমার জন্য কর্ম করতে চেষ্টা কর। কারণ আমার জন্য কর্ম করতে করতেই তুমি ক্রমে সিদ্ধিলাভ করবে। আর যদি এরকম শরণাগতি না থাকে তাহলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সকল কর্মফল ত্যাগের অর্থাৎ বৈরাগ্যের উপদেশ দেন। তিনি বলেন -

“অথৈতদপ্যশক্তোসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥”^{২৫}



অর্থাৎ, যদি ঐ প্রকারে শরণাগত হয়ে কর্ম করতে অক্ষম হও, তবে আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ করে কর্মের ফল ত্যাগ কর। বস্তুত কর্মফল ত্যাগের মধ্যেই অর্থাৎ বৈরাগ্যের মধ্যেই চিরশান্তি লাভ করা যায়। তাই বলা হয়েছে -

“শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্ঞানাদ্ভ্যাং বিশিষ্যতে।

ধ্যানাৎকর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥”^{১৬}

অর্থাৎ, তুমি যদি সেই প্রকার অভ্যাসে সক্ষম না হও, তাহলে জ্ঞানের দ্বারা অনুশীলন কর। জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ, কারণ এই প্রকার কর্মফল ত্যাগে পরম শান্তি লাভ হয়। শুধু তাই নয় এই এই অভ্যাস এর জন্য অর্জুনকে যে পরিমিত আহার, পরিমিত বিহার, পরিমিত কর্ম প্রচেষ্টা এবং পরিমিত স্বপ্ন ও নিদ্রার প্রয়োজন তাও শ্রীকৃষ্ণ তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দেন -

“যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।

যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥”^{১৭}

অর্থাৎ যিনি পরিমিত আহার বিহার করেন, পরিমিত প্রয়াস করেন, যার নিদ্রা জাগরণ নিয়মিতই তিনিই যোগ অভ্যাসের দ্বারা সমস্ত জড় জাগতিক দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে পারেন। তিনি এইভাবে সমগ্র গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ে অর্জুনকে অভ্যাসের সুষ্ঠু পদ্ধতি খুব সুন্দরভাবে শেখাতে থাকেন এবং এই সমস্ত করতে যে অর্জুন নিজেই সক্ষম তাও তিনি অর্জুনকে স্মরণ করিয়ে দেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, তুমি তোমারে নিজেই নিজের বন্ধু এবং নিজেই নিজের শত্রু। অর্থাৎ তোমার মধ্যেই সমগ্র শক্তি বিদ্যমান। তুমি চাইলে এই পরিস্থিতি থেকে নিজেই উদ্ধার হতে পারো। এই ভাবে তিনি অর্জুনকে ইতিবাচক (Positive energy) প্রেরণা দিতে থাকেন।

“উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েত।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুৱাত্মনঃ ॥”^{১৮}

এইভাবে অর্জুন তার প্রকৃত সখা শ্রীকৃষ্ণের নানান প্রেরণাদায়ী কথায় এক সময় তার ব্যাকুলিত মনকে শান্ত করতে সচেষ্ট হয়। অর্জুন নিজেই স্বীকার করেন,

“নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।

স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥”^{১৯}

অর্জুন বলে, হে প্রিয় সখা! তোমার অনুগ্রহে আমার সমস্ত মোহ নষ্ট হয়েছে, আমি এখন আমার স্মৃতি আবার ফিরে পেয়েছি, আমার মন এখন শান্ত হয়েছে, আমার সংশয় বা দ্বন্দ্ব দূরে সরে গেছে। আমি এখন আবার আমার কি করা উচিত সেটা বুঝতে পেরেছি। তাই আমি এখন তোমার সমস্ত কথা শুনব, মেনে চলব অর্থাৎ তোমার কথা অনুযায়ী আমি আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

বস্তুতপক্ষে আমাদের জীবনেও মাঝেমাঝে ধৈর্য আসে এরকমই নানান সমস্যার অন্ধকার। তখন আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বুঝতে পারি না আমাদের কোনটা করা উচিত, আর কোনটা করা উচিত নয়। উদ্ভ্রান্তির মত ছুটতে থাকি এদিক থেকে ওদিক। মুহূর্মুহ দুচোখ বেয়ে নেমে আসে অশ্রু নদীর ধারা। সহ্য করতে হয় রাতের পর রাত শুধু দুচোখের পাতা এক না করতে পারার মতো ভীষণ যন্ত্রণা। তখন শুধু খুঁজতে থাকি একজন প্রকৃত মানুষের, একজন প্রকৃত মনোবিদের (Counselor or Psychiatrist), যে আমাকে দুদণ্ড শান্তি দেবে। আমার মনকে বুঝে, আমার ভাবে ভাবিত হয়ে আমার মনকে শান্ত করে তুলবে। আর এই কাজ শুধু একজনই করতে পারে, - শ্রীকৃষ্ণের মত একজন প্রকৃত সখা বা বন্ধু।



Reference:

১. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যান যোগ, শ্লোক - ৩৪
২. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুন বিষাদ যোগ, শ্লোক - ৪৬
৩. তদেব, প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ, শ্লোক - ৪৭
৪. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদযোগ, শ্লোক - ২৯
৫. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদযোগ, শ্লোক - ৩০
৬. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদযোগ, শ্লোক - ৩১
৭. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদযোগ, শ্লোক - ৩২
৮. তদেব, প্রথম অধ্যায়, অর্জুনবিষাদযোগ, শ্লোক - ৩৩
৯. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ, শ্লোক - ২
১০. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ, শ্লোক - ৩৩
১১. তদেব, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ, শ্লোক - ৩১
১২. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যানযোগ, শ্লোক - ৩৫
১৩. তদেব, দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তিযোগ, শ্লোক - ৯
১৪. তদেব, দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তিযোগ, শ্লোক - ১০
১৫. তদেব, দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তিযোগ, শ্লোক - ১১
১৬. তদেব, দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তিযোগ, শ্লোক - ১২
১৭. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যানযোগ, শ্লোক - ১৭
১৮. তদেব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যানযোগ, শ্লোক - ৫
১৯. তদেব, অষ্টাদশ অধ্যায়, মোক্ষসন্ন্যাসযোগ, শ্লোক - ৭৩

Bibliography:

- উপনিষদ (ঈশাদি নৌ উপনিষদ, বাংলা), গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস, ২০০৮
- স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, কোলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১০
- পাল, বিপদভঞ্জন, *সাংখ্যকারিকা*, কলকাতা, সদেশ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
- রামসুখদাস, স্বামী, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস, ২০০৮
- বন্দোপাধ্যায়, শান্তি, *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০০
- বসু, অনিলচন্দ্র, *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পরিক্রমা*, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১০
- বেদান্তচক্ষু, শ্রীপূর্ণচন্দ্র, *সাংখ্যকারিকা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৭ (দ্বিতীয় মুদ্রণ)
- শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, গোরক্ষপুর, গীতাপ্রেস, ২০০৯
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* শ্রীম-কথিত (প্রথম খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৮
- সাহা, ঐশানি, *শ্রীমাকথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, কলকাতা, আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স, ২০১১
- স্বামী, শ্রীমৎ ভক্তিচারু, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ*, কলকাতা, দা ভক্তিবৈদান্ত বুক ট্রাস্ট, ২০০৮
- Amal, Brahmacharini, *Swami Vivekananda Life and Teachings* (Published on the occasion of 150th birth anniversary of Swami Vivekananda), Howrah, Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, 2012
- Pramananda, Swami, *Self-Mastery*, Madras, Ramakrishna Math Printing press, 2010